নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কোর্সে ভর্তি নীতিমালা

(বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল আইন (২০১৬ সালের ৪৮ নং আইন) এর ধারা ৫ (ঙ) অনুযায়ী প্রণীত)

খসড়া: ৩০.৯.১৯

১. শিরোনামঃ এই নীতিমালা "বিএসসি ইন নার্সিং, ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি এবং ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্সে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি নীতিমালা, ২০১৯" নামে অভিহিত হবে।

২. প্রযোজ্যতাঃ এ নীতিমালা বাংলাদেশের সকল সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত (সামরিক-বেসামরিক) ও বেসরকারি নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কলেজ/ইনস্টিটিউটে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। ইহা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় অনুমোদিত এবং বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত (ক) ৪ বছর মেয়াদি বিএসসি ইন নার্সিং (খ) ৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি এবং (গ) ৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্সে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষ হতে কার্যকর হবে।

৩. প্রার্থীর যোগ্যতাঃ

৩.১ প্রার্থীকে বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক হতে হবে।

৩.২ বিএসসি ইন-নার্সিং এবং ডিপ্লোমা ইন-নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি কোর্সে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীর জন্য যথাক্রমে ১:৯ হারে ভর্তির আসন সংরক্ষিত থাকবে। ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্সে কেবল ছাত্রীরাই ভর্তির যোগ্য হবে।

৩.৩ প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে ভর্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

৩.৪ প্রার্থীকে যে শিক্ষাবর্ষের জন্য নার্সিং/মিডওয়াইফারি কোর্সে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে সেই ইংরেজী সাল এবং তৎপূর্ববর্তী ইংরেজী সালে এইচএসসি/সমমানের পরীক্ষায় পাশ এবং ধারাবাহিকভাবে এর অব্যাবহিত পূর্ববর্তী দুই ইংরেজী সালের মধ্যে এসএসসি পাশ হতে হবে।

৩.৫ জিপিএ নির্ধারণঃ

(ক) বিএসসি ইন নার্সিং: বিজ্ঞান বিভাগে এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমানের দুটি পরীক্ষায় মোট জিপিএ ৭.০০ থাকতে হবে, তবে কোন পরীক্ষায় জিপিএ ৩.০০ এর কম হবে না এবং উভয় পরীক্ষায় জীববিজ্ঞানে জিপিএ ৩.০০ থাকতে হবে।

(খ) ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি ও ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি: যে কোন বিভাগে হতে এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমান দুটি পরীক্ষায় মোট জিপিএ ৬.০০ থাকতে হবে। তবে কোন একটি পরীক্ষায় জিপিএ ২.৫০ এর কম হবে না।

৩.৬ বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওইফারি কউন্সিল (বিএনএমসি) কর্তৃক সময় সময়ে মূল্যায়নের ভিত্তিতে জিপিএ মান নির্ধারণ করা হবে, যা স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ অনুমোদন করবে।

৩.৭ বিএসসি নার্সিং এর ক্ষেত্রে "এ" লেভেলে Biology বাধ্যতামূলক । এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গ্রেড প্রাপ্ত পাঁচটি বিষয়ে গড় জিপিএ এর সাথে অতিরিক্তি অন্যান্য বিষয়ের গড় জিপিএ থেকে দুই বাদ দিয়ে অতিরিক্ত বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর যোগ হবে এবং উভয় পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের উপর সিজিপিএ নির্ধারণ হবে। নির্ধারিত ফি প্রদানপূর্বক বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াফারি কাউন্সিল থেকে সমতাকরণ সদন সংগ্রহ করতে হবে।

৪. ভর্তি পরীক্ষার নিয়মঃ

৪.১ এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএর ৪ গুনিতক হিসাবে ২০ নম্বর; এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষার ৬ গুনিতক হিসাবে ৩০ নম্বর মোট ৫০ নম্বর এবং ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল থেকে জাতীয় মেধা অনুযায়ী প্রার্থী নির্বাচন করা হবে।

৪.২ বিএসসি ইন নার্সিং কোর্সে প্রার্থী নির্বাচনের জন্য পৃথক প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে হবে এবং ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি ও ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি কোর্সে প্রার্থী নির্বাচনের জন্য একই প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।

৪.৩ বিএসসি ইন নার্সিং কোর্সের জন্য এমসিকিউ পদ্ধতিতে বাংলা-২০, ইংরেজী-২০, গণিত-১০, বিজ্ঞান-৩০ (জীববিজ্ঞান, পদার্থ ও রসায়ন) এবং সাধারণ জ্ঞান-২০ নম্বরের অর্থাৎ মোট ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। পাশ নম্বর ৪০ (চল্লিশ) নির্ধারিত থাকবে।

৪.৪ ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি এবং ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি কোর্সের জন্য এমসিকিউ পদ্ধতিতে বাংলা-২০, ইংরেজী-২০, গণিত-১০, সাধারণ বিজ্ঞান-২৫ এবং সাধারণ জ্ঞান-২৫ নম্বরের অর্থাৎ মোট ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। পাশ নম্বর ৪০ (চল্লিশ) নির্ধারিত থাকবে।

৪.৫ অকৃতকার্য (অনুত্তীর্ণ) প্রার্থীগণ কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পাবে না।

৪.৬ ভর্তি পরীক্ষার আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণ, নিরীক্ষণ এবং ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল চূড়ান্তকরণ কম্পিউটারের (সফটওয়ারের) মাধ্যমে করা হবে।

৫. ফলাফল প্রস্তুত/ প্রার্থী বাছাই/ নির্বাচনের নিয়মাবলিঃ

৫.১ জাতীয় মেধার ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন করা হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রার্থী নির্বাচনী পরীক্ষায় মেধাক্রম ও প্রার্থী কর্তৃক প্রদত্ত পছন্দের ক্রমানুসারে প্রার্থী কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবে তা নির্ধারিত হবে।

৫.২ ভর্তি কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত চূড়ান্ত তালিকার সঙ্গে প্রার্থীদের মেধাভিত্তিক যৌক্তিক সংখ্যক অপেক্ষমান তালিকা ক্রমানুসারে ভর্তি কমিটির সভাপতি ও সদস্য-সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে প্রকাশ করা হবে।

৫.৩ চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী নির্বাচিত প্রার্থীগণকে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ভর্তি হয়ে যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পূর্বক কোর্সে যোগদান করতে হবে। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্ধারিত তারিখে ভর্তির পরে শূণ্য আসনে মেধাতালিকা এবং প্রার্থীদের পছন্দের ক্রমানুসারে (অটোমাইগ্রেশন প্রক্রিয়ায় সয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারিত হওয়ার পর) ভর্তি সম্পন্ন হবে।

৫.৪ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান এবং সন্তানের সন্তানদের জন্য মোট আসনের ২% সংরক্ষিত থাকবে। অবশিষ্ট ৯৮% আসনের মধ্যে ৬০% প্রার্থী জাতীয় মেধা থেকে এবং ৪০% প্রার্থী জেলা কোটায় নির্বাচন করা হবে। সংরক্ষিত কোঠায় প্রার্থী না পওয়া গেলে অপেক্ষমান তালিকার প্রার্থী দিয়ে শূণ্য আসনসমূহ পুরন করা হবে। নিজ জেলা প্রমাণক হিসেবে জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্ম নিবন্ধন এবং ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি করপোরেশনের নাগরিকত্ব সনদ সংযুক্ত করতে হবে।

৫.৫ অভিন্ন ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মেধা তালিকা অনুযায়ী সরকারি প্রতিষ্ঠানে ভর্তির কার্যক্রম সম্পন্নের পর অবশিষ্ট উত্তীর্ণ প্রার্থীরা তাদের স্ব স্ব পছন্দ অনুযায়ী যেকোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবে।

৫.৬ নার্সিং কলেজ/ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ সিডিউল অনুযায়ী ভর্তির অগ্রগতি তালিকাসহ পত্রের মাধ্যমে মহাপরিচালক, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর(ডিজিএনএম) বরাবর এবং বিএনএমসিতে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করবেন।

৬. সার্টিফিকেটসমূহ নিরীক্ষণঃ

৬.১ ভর্তির পর কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক ছাত্র / ছাত্রীর এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষার সার্টিফিকেট ও মার্কশীট সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড দ্বারা সত্যয়ন করবেন।

৬.২ সরকারি প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ শেষে শূন্য আসনসমূহের বিপরীতে ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রীদের কলেজ পছন্দ অনুযায়ী কলেজ পরিবর্তনের (অটোমাইগ্রেশন) সুযোগ দেওয়া হবে। মাইগ্রেশন শেষে প্রাপ্ত শূন্য আসনসমূহ অপেক্ষমান তালিকা থেকে মেধাক্রম অনুসারে পূরণ করা হবে। তবে এটি ঐচ্ছিক হবে।

৬.৩ সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বর্ণিত নিয়ম ব্যতিত অন্য কোনভাবে এক নার্সিং প্রতিষ্ঠান হতে অন্য প্রতিষ্ঠানে বদলী হওয়া বা করা যাবে না।

৭. কারিকুলাম ও ইন্টার্নশীপঃ

সরকারি ও বেসরকাররি প্রতিষ্ঠানে (ক) ৪ বছর মেয়াদি বিএসসি ইন নার্সিং (খ) ৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি এবং (গ) ৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্সের ছাত্র/ছাত্রীদেরকে বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল (বিএনএমসি) অনুমোদিত চলতি কারিকুলাম অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। কোর্স শেষে স্ব স্ব নার্সিং কলেজ/ইনস্টিটিউট ৬ (ছয়) মাস ইন্টার্নশীপ সকলের জন্য বাধ্যতামূলক। ইন্টার্নশীপ গ্রহণের প্রতিশ্রুতি স্বরুপ প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সময় একটি অঙ্গীকার নামা অভিবাবকের প্রতিস্বাক্ষরসহ দাখিল করতে হবে।

৮. অসচ্ছল-মেধাবী কোটাঃ

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য ৫% আসন অসচ্ছল-মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ এই আসনের ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বেতন-ভাতাদি ও সেশন চার্জের অতিরিক্ত কোন প্রকার ফি গ্রহণ করতে পারবে না।

৯. ভুল বা মিথ্যা তথ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্যঃ

ভর্তির পূর্বে বা পরে দেশী বা বিদেশী ছাত্র/ছাত্রীর কারো কোন তথ্য (যা ভর্তি প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়েছে) মিথ্যা বা ভুল প্রমাণিত হলে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ সাথে সাথে তার ভর্তি বাতিল করাসহ আইন অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কোন প্রতিষ্ঠানেই অনুমোদিত আসনের অতিরিক্ত দেশী /বিদেশী ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করা যাবে না।

১০. ভর্তি কার্যক্রম সংক্রান্ত আয় ও ব্যয়ঃ

ভর্তি কার্যক্রমের আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়াবলী নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে এবং সকল লেনদেন তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে সম্পাদিত হবে।

১১. বিদেশী শিক্ষার্থীদের ভর্তি ও আসন সংরক্ষনঃ

১১.১ বিদেশী ছাত্র/ ছাত্রী ভর্তির যোগ্য বেসরকারী কলেজ সমুহে কলেজের মোট আসনের সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশ বিদেশী ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। বিদেশী ছাত্র/ছাত্রী পাওয়া না গেলে দেশী ছাত্র/ছাত্রী দ্বারা এ আসন পুরণ করা যাবে। তবে এক্ষেত্রে দেশী ছাত্র/ছাত্রীদের ভর্তির ক্ষেত্রে যে পরিমান ফি নির্ধারিত এক্ষেত্রে তাই প্রযোজ্য হবে। কোন অবস্থায় বিদেশী রেটে ফি সমুহ আদায় করা যাবে না।

১১.২ বিদেশী ছাত্র/ ছাত্রীদের আবেদনপত্র, এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমান সার্টিফিকেট এবং ট্রান্সক্রিপ্ট নিজ নিজ দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশী দূতাবাসের মাধ্যমে সত্যায়ন সহ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জমা দিতে হবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা মহাপরিচালক, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে প্রেরণ করবে। বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল কর্তৃক স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অনুমোদনক্রমে মার্কস সমতাকরণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। মার্কস সমতাকরণ প্রতিবেদনের আলোকে মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভর্তির অনুমতি প্রদান করবে।

১২. ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত একটি ভর্তি কমিটি থাকিবে। ভর্তি সংক্রান্ত বিষয়ে ভর্তি কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

২২/১০/১৭

(সুরাইয়া বেগম)
রেজিস্ট্রার এবং সদস্য-সচিব
বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল।

২২/১০/১৭

(শেখ ইউসুফ হারুন)
প্রেসিডেন্ট
বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল
এবং
সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।